ভোরের কাগজ

3 JUL 2003

## বিবিধ প্রসঙ্গ

এস এম সাদউল্লাহ

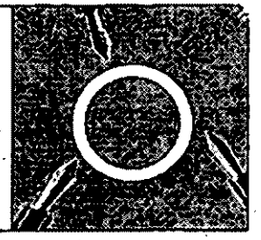

# ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মুসলমানিকরণ!

গত ২৫ জুন ভো.কা.তে প্রেমরঞ্জন দেবের 'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রশ্নপত্র' নিবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হইনি। কারণ যেকোনো কারণেই হোক বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দেশের সকল শ্রেণীর ও ধর্মের লোককে মুসলমানিকরণ শুরু হয়েছে, যদিও দেশের সংবিধান অন্য কথা বলে। বিচার বিভাগ যখন প্রশাসন বিভাগের তাঁবে 'জোহজুর' বলে সবকিছুই মানিয়ে নিচ্ছে, তখন গায়ের জোরে কথা বলতে বা কাজ করতে অসুবিধা কোথায়? তাই ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ ফরহাদ বলতে পেরেছেন— 'সব বড়ো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের ধারণা থাকে বা আছে। এটা শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা।' তার এই কথার সূত্র ধরে আমরা নিশ্চয় অনুমান করতে পারি যে, মুসলমান হয়েও তার নিশ্চয়ই ধারণা আছে যে দুর্গা দেবীর 'অকাল বোধন' কেন হয়েছিল; খ্রিস্টানদের ইস্টার ডে কোনটি এবং কাকে বলে, আর বৌদ্ধদের ধম্মপদ কি? নিশ্চয়ই তিনি পরীক্ষার খাতায় এ ধরনের প্রশ্নের জবাব স্বচ্ছন্দে লিখে দিয়ে ১৪ নম্বর আশা করতে পারেন।

আমি মনে করি, ভুলটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নয় মডারেটরের। পেপার সেটার যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু মডারেটরের কর্তব্য হলো প্রশ্নটি রিজনেবল বা ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত কিনা তা বিচার করে দেখা। আমাদের দেশে শিক্ষার গুণগত মানের বিপর্যয় যে কতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে তা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন— 'বর্তমানে অনেক শিক্ষক পেশাদারি মনোভাব থেকে সরে গিয়ে শুধু টাকার পিছনে ছুটছেন।' সুতরাং শিক্ষক বা শিক্ষাবিদরা কোনো স্তরে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারে-নারে করে দায়িত্ব এড়িয়ে নিজের কর্তব্য ভুলে যান, কিন্তু বিলের টাকা এক পয়সা কমতি করেন না। কতো স্বল্প পরিশ্রমে বিত্তর কামানো যায় এটাই লক্ষ্য, কোনো জবাবদিহিতা নেই। আসলে আজকাল প্রশ্নপত্রের মডারেশন হয় কিনা, সে সম্বন্ধেও আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ সব ক্ষেত্রেই এখন 'ওয়ান স্টেপেই' কার্য সম্পাদনের উন্মাদনায় সবাই বাহবা লুটতে প্রয়াসী। কিন্তু এর ফাঁক-ফোকড়ে সুই আটকা পড়লেও যে মাঝে মাঝে ফাল বের হয়ে যাচ্ছে সে দিকে খেয়াল থাকে না।

বাংলাদেশকে এখন ইসলামি দেশ বললে অত্যুক্তি হবে না। মুক্তিযোদ্ধাবিরোধী দল এখন দেশে দাবড়িয়ে লাঠিসোঁটা ঘোরাচ্ছে আর তাকে 'নারদ-নারদ' করছে জোট সরকারের বড়ো দলের কিছু অংশ তাদের আসনটি পোক্ত করার লোভে। এমনি লোভ করেছিলেন আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি হু. মু. এরশাদ। তিনি মনে করেছিলেন, সুহার্তোর মতো আজীবন রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। এই লালসায় মোল্লা-মুফতিদের ও তাদের অনুসারীদের খুশি করে ভোটের বাক্স পূরণের আশায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। কিন্তু তার নতিজা যে কী হয়েছে দেশবাসী জানেন।

রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায় মোল্লা-মুফতিরা ইসলামি আন্দোলন জোরদার করার সুযোগ পায় এবং সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমরা রাস্তাঘাটে দেখছি আরবি পোশাকের বাহার। পুরুষদের আলখিল্লা, মেয়েদের বোরখার বাহার। দোষ কাউকে দিয়ে লাভ নেই, দোষ দেশের ভাগ্যের, দেশের সাধারণ জনগণের। কেননা তারা ভোট দান করে, অপচয় করে, ভোটের দিনে ধর্মঘট করে না, ভোট দানে বিরত থাকে না। নির্বাচন কাকে করবে, দুর্বৃত্তকে?

ইসলাম ধর্ম অব্রাহামের (ইব্রাহীম) ধর্ম। কারণ অব্রাহাম মুসলিম ছিলেন এই আমরা বিশ্বাস করি; তাই প্রতি নামাজে তাশাহুদের পর ইব্রাহীম ও তার বংশধরদের নামে দরুদ পাঠ করি।

**বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায় কি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এখন সেই নিয়মে ইসলামি কায়দা-কানুনে অমুসলিম ছাত্রদের রপ্ত হতে বাধ্য করছে? সিলেবাস কি তাই বলে? যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ক্লাসে এ বিষয়ে পড়ানো হয়েছে। যদি সিলেবাসে না থাকে আর ক্লাসে পড়ানো না হয়ে থাকে, তাহলে সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হয় কি করে?**

ইব্রাহামের আগে নাম ছিল 'অব্রাহাম'-অর্থ 'মহাপিতা'। আদি পুস্তকে ১৭:৫-এ আছে— অব্রাহামের বয়স যখন ৯৯ বছর। সদা,প্রভু তাকে দর্শন দিলেন এবং বললেন— 'দেখ, আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি। তুমি আর মহাপিতা থাকিবে না, তোমরা নাম অব্রাহাম—অর্থাৎ বহু জাতির পিতা হইবে। কেননা আমি তোমাকে বহু জাতির আদি পিতা করিলাম; তবে শর্ত থাকে যে, তোমাকে তোমার লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদ করিতে হইবে। এই শর্তের জন্য অব্রাহাম ৯৯ বছর বয়সে ত্বকছেদ করেন। আর ইসমায়েলের ত্বক ছেদ হয় ১৩ বছর বয়সে।'

তখন থেকে আব্রাহামের বংশধররা লিঙ্গের ত্বকছেদ প্রথা পালন করে আসছে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনায় হিজরত ও ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর তৌরাতের নিয়ম মতে মুসলিমদের জন্য ত্বকছেদ প্রথা প্রবর্তন করেন। সেই সময় থেকে মুসলমানদের মুসলমানি করাতে হাজামদের ডাকতে হয়। বর্তমান আধুনিক যুগে অবশ্য শল্য চিকিৎসকরা এ কাজটি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্রদের ক্লিনিকে সম্পাদন করে থাকেন; বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে এবং গরিবের পুত্রসন্তানদের জন্য হাজাম পদ্ধতি এখনও চালু।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অবশ্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেই আমরা জানি, মাদ্রাসা নয়। শিক্ষা বোর্ড যদি আবশ্যিক প্রশ্ন ইসলামি উৎসব পালন নিয়ে চালু করেন তাহলে আমাদের অনুমান করা ভুল হবে না যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরোক্ষভাবে অমুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ইসলামি প্রথা-পদ্ধতিকে' পড়তে বাধ্য করছে। আমার যতোদূর মনে আছে, ব্রিটিশ শাসনামলে আমরা যখন আইএ ক্লাসে ভর্তি হলাম তখন বাইবেল (নতুন নিয়ম) অবশ্য পাঠ্য ছিল, আমাদের পড়তে হয়েছে। তখন মিডিয়াম অব টিচিং ইংরেজি ছিল। বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায় কি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এখন সেই নিয়মে ইসলামি কায়দা-কানুনে অমুসলিম ছাত্রদের রপ্ত হতে বাধ্য করছে? সিলেবাস কি তাই বলে? যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ক্লাসে এ বিষয়ে পড়ানো হয়েছে।

যদি সিলেবাসে না থাকে আর ক্লাসে পড়ানো না হয়ে থাকে, তাহলে সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হয় কি করে?

এখন প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। প্রশ্নপত্রে ৬টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে একটি প্যারাগ্রাফ প্রায় ১০০ শব্দে লিখতে হবে— অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ১৬টি শব্দ। আবার বলা হয়েছে উত্তর যতোদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে। শব্দ সীমিত করা হলে বিস্তারিত জবাব হয় কি করে? অবশ্য আমাদের শিক্ষা বোর্ডের কাছে সবই সম্ভব।

প্রশ্নগুলো হলো : (১) কেমন করে তুমি এ বছর ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করলে? (২) ঈদের দিনে সকালে তোমার মা ও বোনকে কি করতে দেখেছিলে? (৩) তুমি সকালে কি করেছিলে? (৪) যখন ঈদগাহে গেলে, তখন কি দেখলে? (৫) ঈদের দিনে তোমার বাসায় কেমন ভোজের আয়োজন হয়েছিল? (৬) বিকালটা তোমার কিভাবে কাটলো?

উপরোক্ত ছটা প্রশ্নের জবাব বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে, যারা উৎসব পালন করে তারা ছপাতা লিখতে পারে; আর যারা মানে না তারা এক পাতা ও লিখতে পারবে না। কারণ সে উৎসবের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। অথচ ঈদ উৎসবের করণীয় কি, আমাদের বাঙালি মুসলমানদের সঠিক জানা নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমজানের পর আরব দেশে এবং পার্শ্ববর্তী কান্ট্রিগুলোতে কিভাবে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করা হতো তার ইতিহাস জানা নেই। তবে খাওয়া ও খাওয়ানোর যে রীতি ছিল তা অনুমান করা যায়, কারণ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করে রমজানের এক মাস রোজা রেখে ও অন্যান্য এবাদত পালন করে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতার আনন্দ প্রকাশের জন্য এই উৎসব— কেননা ঈদ অর্থ আনন্দ। তবে বাংলাদেশে ঈদের উৎসব কবে থেকে শুরু হয় ঠিক বলা মুশকিল, কিন্তু একথা বলা যায় যে, সাধারণত মুসলমানদের আগমন ও এদেশ বিজয়ের ফলে ইসলামি আকিদা ও নিয়ম-কানুন পালনের মাধ্যমেই এই উৎসবের সূচনা। আদিতে প্রচারকরা আরবে উদ্‌যাপিত ঈদের আদিরূপই হয়তো তুলে ধরেছিলেন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে, কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সে রূপ হারিয়ে গেছে। কখনো ধর্মনেতারা মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ করেছেন নতুন অনুষ্ঠান, কখনো শাসক শ্রেণীর নির্দেশে যুক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম, কখনোবা লৌকিক ধর্মের প্রভাবে এসেছে মৌলিক আচার নিয়ে। লৌকিক উপাদানের উৎস কৃষিভিত্তিক সমাজ। ঈদে যে লৌকিক উপাদানগুলো যুক্ত হয়েছে তার অনেক এসেছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও লোকাচার থেকে। উদাহরণস্বরূপ ঈদের চাঁদ দেখে সালাম করা, ঢোল-কাঁসা বাজিয়ে গানবাজনা করা দুর্গাপূজার অনুকরণে ঈদের দিনে নতুন কাপড়-জামা পরিধান করা।

... এসব কথা লিখতে গেলে ১০০ শব্দে ৬টা প্রশ্নের সীমিত জবাব অসমাপ্ত হতে পারে; তবে ৬০০ শব্দের জবাব হতে পারতো। অন্যদিকে ঈদের আদি রূপের বর্ণনা কিন্তু ২/৩ বাক্যেই সারা যেতো।

... ঢাকা শিক্ষা বোর্ড রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে সম্মুখে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করে তুলতে প্রয়াসী। কোনোদিন হয়তো 'অ্যাডমিট কার্ড' ইস্যু হবে ছাত্রদের ত্বকছেদের ওপর ভিত্তি করে।

এটা শুরু হলে শিক্ষা বোর্ডকে দোষ দেওয়া যাবে কি?

এস এম সা'দউল্লাহ : কলাম লেখক।